● **ভূমিকা ঃ** মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজনৈতিক শূন্যতা, অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার ফলে জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন দেখা দেয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় ভারত পিছিয়ে পড়ে। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খৃঃ) জয়লাভ ও বাংলা বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের (১৭৬৫ খৃঃ) ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর কর্মচারীরা হঠাৎ এদেশে শাসনের সুযোগ লাভ করে। ক্ষমতা দখলের পর কোম্পানীর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল নবজাত সাম্রাজ্যটিকে রক্ষা করা। নবলব্ধ সাম্রাজ্যকে স্থায়ীভাবে রক্ষা ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানীর কর্মকর্তারা হিন্দু মুসলমানের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে পূর্ব মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু এদেশের মানুষের শিক্ষা বা জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করবার পরিবর্তে তারা কেবলমাত্র এদেশের সম্পদ নির্লজ্জভাবে লুণ্ঠন করতে অগ্রসর হয়।

১৭৬৫ খৃঃ পরবর্তীকালে ধর্ম, সংস্কৃতি শিল্প ক্ষেত্রে কোম্পানীর উদার নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ —

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী বছরগুলিতে কোম্পানীর ভারতস্থ উচ্চতম কর্তৃপক্ষ ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উদার নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে। এ দেশীয় শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা নূতন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রসর হলেন। ফলে ১৭৫৭ খৃঃ থেকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবৈতনিক স্কুল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল।

● **কলিকাতা মাদ্রাসা, এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ** নতুন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রথম অগ্রণী হলেন প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি ফারসী ভাষা ও ইসলামীয় সংস্কৃতি চর্চার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। (১৭১৮ খৃঃ)। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ উইলিয়ম জোন্সের প্রচেষ্টায় প্রাচ্য বিদ্যা অনুশীলন ও চর্চার কেন্দ্র হিসাবে **'Asiatic Society'** প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর রেসিডেন্ট **মিঃ জোনাথান ডানকানের** চেষ্টায় বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় **'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের'** প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পিছনে সরকারী উদ্যোগ থাকলেও দেশে শিক্ষা বিস্তারের কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতি ছিল না।

● **লর্ড মিন্টো-এর প্রস্তাব ঃ** বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্বে প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা কেবলমাত্র অল্প কয়েকজন পণ্ডিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় কোম্পানীর সরকার প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনরূপ উৎসাহ বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কোম্পানীর এই দীর্ঘ ঔদাসীন্য ভারতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। অল্প কালের মধ্যেই কোম্পানীর এই শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি অনেকেই কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে থাকেন। ১৮১১ খৃস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল Lord Minto আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, যদি সরকার শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় না করেন তাহলে ভারতের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পাবে। কোম্পানীর শিক্ষা সম্পর্কে ঔদাসীন্য ইংলণ্ডে এবং ভারতে আগত খৃষ্টান ধর্ম যাজকের দ্বারা কঠোরভাবে নিন্দিত হতে থাকে।

● **১৮১৩ সালের সনদ আইনের শিক্ষামূলক ধারা ঃ** কোম্পানীর সনদ প্রতি কুড়ি বছর অন্তর নূতন করে নেওয়ার নিয়ম ছিল। সে অনুসারে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সেটি আবার বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে উপস্থিত করা হয়। তখনকার বর্ধিত জনমতের সহায়তায় সনদের ৪৩ নং ধারায় ভারতে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে একটি শর্ত লিপিবদ্ধ করা হয়। তাতে বলা যে, 'সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিকল্পে, ভারতীয়

পণ্ডিতগণের উৎসাহ দানে এবং বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্যে অধিবাসীগণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের প্রচার ও উন্নয়নকল্পে কোম্পানী অন্যান্য দাবী মেটাবার পর বাৎসরিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবে।

১৮১৩ সালের সনদ আইনের মিশনারী ধারা ঃ ১৮১৩ সালের সনদ আইনের আর একটি ধারা ছিল। বৃটিশ মিশনারীদের ভারতে আগমনের ও কার্য কলাপের বাধা দূর করার জন্য অপর একটি সূত্র নিবদ্ধ হয়েছিল।

● সনদ আইনের ঐতিহাসিক মূল্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ●

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করল। 'The charter Act of 1813 is called the turning point in the history of Indian Education' এই সনদ আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল এবং ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেখা দিতে শুরু করল।

● ১) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনে গ্রান্টের প্রস্তাব আংশিকভাবে মেনে নেওয়ার ফলে **মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতাও** দেওয়া হল। ফলে মিশনারীরা নবোদ্যমে পুস্তক প্রকাশ, নারীশিক্ষা বিস্তার, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজ শুরু করলেন। মিশনারীরা বহু শিক্ষিত লোকের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে লাগলেন। মিশনারীদের প্রতি কোম্পানীর মনোভাব প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠল। মিশনারীরা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিলেন। এ সময় থেকেই কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্যগুলিতে খৃষ্টান মিশনারীরা অধিকতর উদ্যমে ধর্ম প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হয়েছিলেন।

● (২) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যে সনদ আইন প্রবর্তিত হয় তাতে আংশিক ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, **ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ তৎকালীন ভারত শাসক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর।**

● (৩) সনদ আইনের ৪৩নং ধারায় ভারতের জনশিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। **এই বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা সম্পর্কে সনদ আইনে এমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করা** হয়েছিল যে তা প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ধরে তা নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় বয়েছিল। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষার ভাষা মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে তিক্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।

● (৪) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে **সরকারীভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ** বলা যেতে পারে। এইখানেই ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সরকারী অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

● (৫) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে **এক যুগের অবসান ও অপর যুগের প্রারম্ভ** বলে ধরা হয়ে থাকে। কারণ এই সনদের দ্বারা গ্রান্ট ও উইলবারফোর্সের আন্দোলনের সমাপ্তি হয়, ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষাদান কোম্পানীর অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ধার্য হল, বছরে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় বাধ্যতামূলক হল।

● (৬) এই সনদ আইনে **পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পথকে অনেকখানি সুগম** করে দিয়েছিল অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চার্টার আইনের তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

● (৭) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইন ছিল **আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তর (‘The charter Act of 1813 forms a milestone in the history or modern education in India’)** পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ করে ভাষা মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষা সরকারী স্বীকৃত অর্জন করে। বহু তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়া পরবর্তীকালে (১৮১৫ খৃঃ) পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছে।

● (৮) ১৮১৩ খৃষ্ঠাব্দের আইনে যেমন **পরোক্ষভাবে বেসরকারী উদ্যোগকেই** স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তেমনি আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে আজও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি চলছে।

● (৯) এই সনদ আইনে ধর্ম নিরপক্ষ শিক্ষার বীজ বপন করা হয়। এখনও স্বাধীন ভারতে তার রেশ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ধর্ম নিরপেক্ষতা স্বাধীন ভারতের জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃত।